

নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সিলেটে অবাধে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর নোট ও গাইড

স্টাফ রিপোর্টার, সিলেট অফিস

নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর গাইড ও নোটবই সিলেটে অবাধে বিক্রি হচ্ছে। মুদ্রণক্রটিপূর্ণ নিয়মানে এই নোটবই ছাত্রছাত্রীদের মূল বই পাঠে নিরুৎসাহিত করছে। সরকার ১৯৮০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি নোটবই নিষিদ্ধ করে একটি আইন পাস করে। এই আইন অনুযায়ী ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সব ধরনের নোটবই মুদ্রণ, প্রকাশ এবং বিতরণ নিষিদ্ধ করা হয়। সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে একশ্রেণীর অসামুখ্য ব্যবসায়ী নিজেদের নাম গোপন রেখে প্রকাশক ও মুদ্রণকারী হিসাবে ছদ্মনাম ব্যবহার করে এসব নোটবই বাজারজাত করছে। সিলেটের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে সেদার তা বিক্রি হচ্ছে। নিয়মানের ছাপা ও ডুলক্রটিতে ভরা এসব নোটবইয়ের প্রচার ও প্রসারের অভিভাবক ও সচেতন মহল উদ্ভিগ্ন। সচেতন মহলের মতে, সকল গাইড ও নোটবই ছাত্রছাত্রীদের পঠীক্ষায় অসমুণ্য অবলম্বনে প্রবোচিত করছে। একজন অভিজ্ঞ হেডমাষ্টার কিংবা অভিজ্ঞ হেডমাষ্টারমণ্ডলী রচিত ইত্যাদি উল্লেখ করে যেসব প্রিন্টিং প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশকের নাম লেখা হয়েছে, সেগুলোও সঠিক নয়। শুধুমাত্র ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে একটি অসামুখ্যক দেশব্যাপী নেটওয়ার্ক তৈরি করে এসব

বইয়ের বাজার সৃষ্টি করেছে। অধিক কমিশন পাওয়ার হত্যাশায় লাইব্রেরীগুলোও উপসাহ নিয়ে এই নোট ও গাইড বই বিক্রি করেছে। শুধু নোট ও গাইড বইয়ের ব্যবসা করেই শেষ নয় অসামুখ্য চক্র বহুরের তরুতেই পাঠ্যবই মুদ্রণ ও খোলাবাজারে তা বিক্রি করে থাকে। বিশেষ করে প্রাথমিক পর্যায়ে বই সরবরাহে সঙ্কটের সুযোগ নিয়ে নিজেরা বাতাবাতি বই মুদ্রণ করে মুনাফা হাতিয়ে নেয়।

**‘মন্ত্রী থেকে নেতাকর্মী কেউ
সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই’**

এদিকে জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য লক্ষিউল আলম প্রধান তরুবার সন্ধ্যায় সিলেট প্রেসক্লাবে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে বলেন, মন্ত্রী থেকে শুরু করে দলীয় নেতাকর্মী কেউই খালেদা সরকারের নিয়ন্ত্রণে নেই। যে কারণে দেশে চরম নৈরাজা চলছে। বর্তমান সরকারের আমলে সন্ত্রাস ৫০ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। অপ্রত্যাশিতভাবে জোট পেয়ে জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছে। অবিধ্বাসভাবে এখন শিত খুনের ঘটনা বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন ছবি কানী। মানবতা আজ লাহুত। সন্ত্রাস এখন মন্ত্রীর কাছে বীরতি লাভ করেছে। আগামী লীগ আমলে দেশ দুর্নীতিতে দীর্ঘ অবস্থানে ছিল, অজ্ঞ ও তাই।